







ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଶାସନମ୍ ପଦିତମ୍

# করোনামুক্ত হলেন মল্লিক পরিবারের সবাই



‘বাবা, মা, রানে ও আমি কোভিড পজিটিভ। স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টিনে।’

১০ জুলাই টুইটারে এভাবেই নিজের কোভিড-১৯ পজিটিভের খবর জনিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। জানা গেছে, প্রায় ১৬ দিন আগে থেকেই তাঁদের শরীরে মেখা দিয়েছিল করোনার উপসর্গ। পরে দেখা যায় শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গও। এবার কোয়েলই জানালেন পরিবারের সবাই সুস্থ, সবাই কোভিড-১৯ নেগেটিভ। পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে মল্লিক পরিবারের সদস্যদের। মাঝাখানে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা করিয়ে ছিলেন, কিন্তু তখনো করোনা পজিটিভ ছিলেন কোয়েল মল্লিক। অবশ্যে ২৪ দিনের বেশি সময় পর ভঙ্গ-অনুরাগীদের সুস্বাদু দিলেন কোয়েল।

গতকাল রোবোর সন্ধ্যায় টুইচে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান কোরেল। লিখেছেন, সবার ভালোবাসা, যত্ন এবং প্রাথমিক জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কারণ সবার ভালোবাসা আর শুভকামনা আমাদের এই সময়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। আমরা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি এবং আমাদের কোভিড-১৯ গেগেটিভ এসেছে।

ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଆମଦାନୀର ଖେଳୁଡ଼ି-୧୯ ନେଟୋବିଡ ପ୍ରସେରେ ।  
ଗେଲ ମେ ମାସିଟ ମା ହେଁଛେନ କୋଆଲ ମଲ୍ଲିକ । ଜନ୍ମ ଦିଯେଛେନ ଫୁଟଫୁଟେ  
ପୁତ୍ରସ୍ଥାନ । ତାର ପର ଥେବେ ଘରେଇ ରାଯେଛେନ ତିନି । ଏ ଅବସ୍ଥା କରୋନା  
ସଂକ୍ରମଣର ଖବର ରୀତିମତେ ଭାବିଯେ ତୁଳେଛିଲ ସବୀକରେ । ଗତକାଳ ବିଛୁଟା  
ସ୍ଵସ୍ତି ମିଳେବେ ଭକ୍ତଦେର ପ୍ରସନ୍ନତ, ଏର ଆଗେ କନିକା କାପୁରସହ ବଲିଓଡ଼େର  
ବେଶ କରେକଜନ ତାରକାର କରୋନାଯ ଆକ୍ରମଣ ହେଁଯାର ଖବର ସାମନେ ଏଣେତେ

100

মালিক পরিবারের সদস্যদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে কলকাতার কোনো তারকাকার বাড়িতে করোনার হানা দেওয়ার প্রথম খবর পাওয়া গেছে। এরপর সিপিইমের প্রবীণ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর মেয়ে অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীও হোম কোয়ারেন্টিনে ঢেলে যাওয়ার খবর দিয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ। তবে উষসী চক্রবর্তী করোনা টেস্ট করালে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। উষসীর মস্তব্য ছিল এমন, ‘আমি এমনিতেও বাবা আর আমার ফ্ল্যাট আলাদা, অন্য ফ্লোরে। তবুও টেস্ট করাই, আমার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।’ ‘শ্রীমায়ী’র শুটিংয়ে ফিরতে চাই। প্রোডাকশন থেকে অনুমতি পেলেই শুটিং শুরু করব। বাবা আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাঁর কার্যক্ষেত্র মিসিসিপীল।

আছেন, তার অবস্থাও স্থিতিশীল।' ভারতীয় সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, সংক্রমণের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা কলকাতা শহরের। সাম্প্রতিক লকডাউনের কড়া বিধিনিয়ে সত্ত্বেও যেন কিছুতেই আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না করেনা সংক্রমণের হানা। শুভ্রবার রাজ্যে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা আগেকার যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এ দিন রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছে ২ হাজার ৪৯৬ জন। ওই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। সব মিলিয়ে এ রাজ্যে আক্রমণ মানুষের মোট সংখ্যা পার করে গেল ৭০ হাজারের গাণ্ডি।

# সোনালি মাছের শহরে



যদি কখনো হংকংয়ের কওলন শহরের মংককের টুং চুইয়ের রাস্তায় সম্ভায় হাঁটতে বের হন, তাহলে চারপাশের উজ্জ্বল সোনালি আভায় চোখ ও মন জুড়িয়ে যাবে। টুং চুইয়ের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকালে মনে হবে যেন এক সোনার খিনির মতো মনোমুঝকর ও জাদুকরি স্বপ্নরাজোর মাঝে এসে পড়েছি। আর এই স্বপ্নরাজ্যই হচ্ছে হংকংয়ের বিখ্যাত গোল্ডফিশ স্ট্রিট, যা দিনে দিনে ছেট—বড় সবার কাছে ভীষণ পছন্দের ঘুরে বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে অজস্র দেৱকন, যার অধিকাংশ দেৱকনে গোল্ডফিশ বিক্রি হয়। এসব দেৱকনের অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ফুটপাথে পলিব্যাগে

বালিয়ে রাখা থাকে হাজার হাজার গোল্ডফিশ। এই রাস্তা ধরে হাঁটলে আরও দেখা যাবে গোল্ডফিশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয়দের জীবনযাপন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। দোকানগুলো ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেই খুলে যায় এবং দিনভর বেচাকেনা শেষে রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যায়। চায়নার নতুন বছর উপলক্ষে দোকানগুলো কয়েক দিন মাত্র বন্ধ থাকে, এ ছাড়া প্রতিদিনই খোলা। মনে রাখতে হবে, গোল্ডফিশের এই রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সন্ধ্যার পর। কারণ, এই সময়ে গোল্ডফিশের সোনালি শরীরে চারপাশের আলো পড়ে এক অন্য রকম আবহ তৈরি করে মাস ট্রানজিট ট্রেন, বাস ও ট্যাক্সি ব্যবহার করে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যায়। ট্রেনে সবচেয়ে সুবিধা। খরচ তুলনামূলক কম এবং থামে পিস্ট এডওয়ার্ড মৎক মাস ট্রানজিট রেলওয়ে স্টেশনে, যেখান থেকে টুঁ চুইয়ে স্টিটে হেঁটেই চলে আসা যায়। তবে রেল বা বাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করলে ট্যাক্সিতেও সরাসরি চলে আসা যায়। টুঁ চুইয়ের রাস্তায় নেমে বিখ্যাত গোল্ডফিশের রাঙ্গে প্রজাতির। যেমন কম্বেট, ওয়াকিন, জাইকিন, সাবানকিন, ওরাস্তা, ব্লাক মোর, ফাস্টাইল, রহিকিন, ভেইল টেইল, রানচু ইত্যাদি। দেহের আকৃতি অনুসারে গোল্ডফিশ সাধারণত ডিস্বাকৃতি ও লম্বা দৈহিক গঠনের হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতার দিক থেকে লম্বা দৈহিক কাঠামোর গোল্ডফিশগুলো বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে সুইডেনে প্রচলিত আছে যে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র তিনি সেকেন্ডের। তাই কেউ কোনো কিছু মনে না রাখতে পারলে কখনো কখনো তাকে মজা করে ‘গোল্ডফিশ মেমোরি’ বলে ডাকা হয়। কিন্তু আসলে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি এত কম নয়। গোল্ডফিশ কোনো ঘটনা কমপক্ষে তিনি মাস পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ গোল্ডফিশের স্মরণকাল ১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে, যা অন্তত ‘তিনি সেকেন্ড’ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সন্ধার আলোতে মংককের টুঁ চুইয়ে এবং এর আশপাশের রাস্তা ও ফুটপাতে হাঁটার অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। বালমলে আলোর মাঝে কত ব্যস্ত মানুষের মুখ, টুকরো টুকরো জীবনের

ঘূরতে ঘূরতে এর সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক। গোল্ডফিশকে পুরো চীন, হংকং, কঙ্গোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং জীবনের অংশ হিসেবে দেখা হয়। অধিকাংশ বাড়িতে গেলেই আয়ুর্যারিয়ামে গোল্ডফিশ দেখা যায়। অনেকেই গোল্ডফিশের ছবি আঁকা তৈজসপ্তর ব্যবহার করেন। অনেক দেশেই গোল্ডফিশ আকৃতির ও রঙের মজাদার বিস্কুট বানানো হয়, যা শিশুর ভীষণ পছন্দ করে। এই বিস্কুট তৈরিতে পিনির, মাখন, গম ও ভুট্টার ময়দা, মধু ব্যবহার করা হয়। চীন, ভিয়েতনাম ও কঙ্গোডিয়ায় গোল্ডফিশ ভাজা ও রান্না করে খাওয়া হয়।

গোল্ডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ থাকে।

# ବର୍ଷାଯ ମୁହଁ ଥାକତେ ଯା ଥାବେନ



এখন বর্ষাকাল। এ সময় বাতাসের

আর্দ্ধতা বেশি থাকে। যে কারণে পরিবেশ থাকে সাঁতসেঁতে। এই মৌসুমে সাধারণ সর্দিজুর হয়ে থাকে, যাকে আমরা ভাইরাল ফ্লু হিসেবে জানি। ভাইরাল ফ্লু হলে ৩-৪ দিনের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। এ ছাড়াও ডেঙ্গুজুর এবং অন্যান্য আবার করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে আমাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেই ক্ষেত্র। এ জন্য দৈনিক আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োজন, তা দুটো আমলকী অথবা একটি মাঝারি আকারের পেয়ারা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে ৪৩৮.০৫ মি.গ্রাম, পেয়ারায় ২১০ মি.গ্রাম, কাগজি লেবুতে ৬৩ মি.গ্রাম, পাকা জানুয়ার যোগায় ১০৫ মি.গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

প্রয়োজনীয় কিংবা প্রয়াবের উৎস

করলা, উচ্চে, কাঁকড়োল, সন্ধিশাক ও যেকোনো টক জাতীয় ফল তরল জাতীয় খাবার, চিকেন সুভেজিটেবল স্যুগ, লেবুর শরীর মালটা ও অরেঞ্জ জস, ডাইপানি, মিঙ্ক সেক, বিভিন্ন ফলের সুস্থ অথবা দীর্ঘ এবং বিভিন্ন রস, দুধ অথবা দীর্ঘ এবং বিভিন্ন রসে দিয়ে তৈরি স্পুড়ি, লেবু-আদা-চা, মসলা-চা, লাল ইত্যাদি।

বৈধ প্রতিক্রিয়াধর্মসম্মত রায়ে

থাকাটা খুবই জরুরি। এ জন্য  
আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা  
বাড়ানো অত্যন্ত  
প্রয়োজন। সাধারণত জুরের সময়  
আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়ার  
হার (প্রস্তর্থত্ত্বমূল্য স্পষ্টত্ব) বেড়ে  
যাওয়ার কারণে আমাদের শক্তি ক্ষয়  
হয়ে থাকে। এই সময় অনেক  
ক্যালোরিয়ুক্ত ও তরল জাতীয়  
খাবারের দরকার হয়। সে জন্য এই  
সময় খাদ্যতালিকায় আমিষ ও  
তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ  
বাড়াতে হবে। এ ছাড়াও ভিটামিন  
সি-যুক্ত খাবার খেতে হবে।  
দৈনিক ৮-১০ গ্লাস পানি পান  
করতে হবে এবং ৭-৮ ঘণ্টা যুমাতে  
প্রয়োজন। কিছু খাবারের উৎস  
আমাদের আমিষ জাতীয় খাবারের  
উৎস মাছ, বিভিন্ন ধরনের মাংস,  
ভিম, দুধ, ডাল, বীজ ও বাদাম।  
ভিটামিন সির উৎস আমলকী,  
গেয়ারা, লেবু, কমলা, মালটা,  
কামরাঙা, কালো জাম, জামুরা,  
বিলাতি তেঁতুল, লটকন, আনারস,  
ডেউয়া, চেরি, স্টুবেরি, শালগম,  
পুঁশিশাক, পালংশাক, কাঁচা মরিচ,  
পাসলি পাতা, টমেটো,  
ক্যাপসিকাম, ব্রকলি, মিষ্টি আলু,  
ব্রাসেলস স্প্রাউট, বাঁধাকপি,  
ধনেপাতা, সিলারি, ডাঁটাশাক,  
মেথিশাক, সজনেশাক, নিমপাতা,  
কচুশাক, শালগম পাতা, করলা  
রোগ প্রাত়রোধক্ষমতা বাড়া  
এমন কিছু খাবার  
রসুন: গবেষণায় দেখা গেছে, খে  
পেটে রসুন খাওয়া হলে এ  
অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ক  
করে।  
খালি পেটে অথবা নাশতার পর  
কোয়া রসুন খাতে পারেন। সাম  
তেলে অর্ধেক কোয়া রসুন ভে  
তা এক টেবিল চামচ মধুর স  
রাতে যুমাতে যাওয়ার আগে খে  
বুকে জমে থাকা কফ থেকে রে  
পাওয়া যায়। শরীর থেকে জর  
ঠান্ডা দূর করতে প্রতিদিন ২  
কোয়া রসুন কাঁচা খেতে হবে।  
লেবু: লেবুতে 'রক্টিন' (ট্রান্সজ

নামের বিশেষ ফ্লাভোনয়েড পাওয়া  
যায়, যা শিরা ও রক্ত জালিকার  
প্রাচীর শক্তিশালী করতে সহায়  
করে। ফলে হাদরোগের বুর্কি করে  
যায়। এ ছাড়া লেবুর মধ্যে রয়েছে  
ভিটামিন সি ও বিভিন্ন  
অ্যান্টিওক্সিডেন্টস, যা সর্দিকাশির  
সমস্যা দূরসহ বিভিন্ন ক্যানসার  
নিরাময়ে সহায়তা করে। স্নায় ও  
মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়,  
ফুসফুসের যাবতীয় রোগে মধু:  
উপকারী। শ্বাসকষ্ট দূর করতে মধু  
দারুণ কাজ করে। আধা প্রাম গুঁড়ে  
করা গোলমরিচের সঙ্গে  
সম্পরিমাণ মধু ও আদা মিশিয়ে  
দিনে তিনবার খেলে হাঁপানি  
রোগে উপকার পাওয়া যায়।

ডাবের পানি: রিবোফ্লোবিন,  
নিয়াসিন, থায়ামিন ও  
পিরিডাঙ্কিনের মতো উপকারী  
উপাদানে ভরপুর ডাবের পানি  
প্রতিদিন পান করলে শরীরের রোগ  
প্রতিরোধক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পায়  
যে জীবাণুর আক্রমণ করতে পারে  
না।

# ମିଠୁନେର ଛେଲେକେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆନଲେନ ସାଲମାନ



৬৯ বছর বয়সী মিঠুন চক্রবর্তীকে কে না চেনে! তিনি টালিউড ও বলিউডের সুপারস্টার। তাঁরই চার সন্তানের একজন, ২৭ বছর বয়সী নমশি চক্রবর্তী। বাবা আর বড় ভাইয়ের দেখানো পথ অনুসরণ করে তিনিও ক্যারিয়ার গড়তে চলেছেন বড় পদার্থ। নমশির নতুন ছবির পোস্টার প্রেরণ করে মিঠুনচান্দ্র জাতিয়েছেন সাক্ষাত্কার প্রাপ্ত।

শেয়ার করে শুণকর্মনা জানিয়েছেন সালমান খান।  
 ‘আন্দাজ আপনা আপনা’, ‘দ্য লিজেন্ড অব ভগত সিং’, ‘ফাটা পোস্টার’  
 নিকলা হিরো’ খ্যাত বলিউডের নামজাদা পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীয়ার  
 নতুন ছবি ছবি ‘ব্যাড বয়’-এর মাধ্যমে বলিউডের দুনিয়ায় পা রাখতে  
 চলেছেন দুই নবাগত। মিঠুন পুত্র নমশি ছাড়া নির্মাতা সাজিদ কুরেশির  
 কন্যা আমরিন কুরেশি অভিনয় করতে চলেছেন এই ছবিতে। বলিউডে  
 বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত এমন অসংখ্য তারকাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন  
 সালমান খান। এবার দুই নবাগতর প্রথম ছবির পোস্টার শেয়ার করে  
 তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিলেন সালমান খান। পোস্টার মুক্তির পাশাপাশি  
 ভাইজান নমশি এবং আমরিনকে তাঁদের এই নতুন সফর শুরুর জন  
 প্রচেক্ষকদের জুনিয়োরেন।

ରାଜୁକୁମାର ସମ୍ପଦୀୟ ତା'ର 'ବ୍ୟାଡ ବୟ' ଛବି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଲେନ, 'ଏହି ଛବିର ପୋସ୍ଟାରେ ମତୋ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଓ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏକଟା ମଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବିତେ ଯା ଯା ଥାକେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକୀୟତା, ପ୍ରେସ୍, ସଂଗୀତ, ଅୟାକଶନସବକିଛୁ ଭରପୁର ଆଚେ ଆମାର ଏହି ଛବିତେ । ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟକ ଛବିର ଦର୍ଶକେରା ଏହି ଛବିଟି ଥିଥେ କରବେଳେ ।'

ନିର୍ମାତା ସାଜିଦ କୁରେଶି ମନେ କରେନ, 'ବ୍ୟାଡ ବୟ' ପୁରୋପୁରି କମାର୍ଶ୍ୟାଳୀ ଛବି । ୨୦୨୦ ସାଲେ ସବଚେଯେ ମେଲାଦାର ବିନୋଦମୂଳକ ଛବିର ତାଲିକାକାର 'ବ୍ୟାଡ ବୟ' ଥାକବେ ବଲେଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ପରିଚାଳକେର । ମିଠୁନ—ପୁତ୍ର ନମଶ୍ରି ତା'ର ବଲିଉଡ ଅଭିଯେକ ନିଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ । ଏହି ତାରକା—ପୁତ୍ର ବଲେନ “‘ବ୍ୟାଡ ବୟ’ ଆମାର କାହେ ସ୍ଵପ୍ନ ସତ୍ୟ କରାର ମତୋ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର’” ନବାଗତ ନାୟିକା ଅମରିନ କୁରେଶି ବଲେନ, ““ବ୍ୟାଡ ବୟ” ଛବିର ଜନ୍ୟ ଆମି ଅନେକଟ ଦିନ ଧରେ ଭେବେଛି । ଏଟା ଆମାର ସ୍ଵପ୍ନେର ଛବି । ଆର ଏହି ଛବି ମନୋରଙ୍ଗେ ଭରପୁର । ସେଟେ କାଟାମେ ପ୍ରତିଟା ମୁହଁତ ଖୁବ ଆନଦେର ଛିଲ । ଏହି ଛବିଟ ମୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାଯ ଆମାର ଆର ତର ସିଇଛେ ନା । ମିଠୁନ ଚର୍ଚବାରୀର ବଡ ଛେଲେ ମିମୋହ ଆଗେଇ ହିନ୍ଦି ଛବିର ଦୁନିଆୟ ପା ରେଖେଛେ । କିନ୍ତୁ ସେଭାବେ ହାଲେ ପାନି ପାନି ଏହି ତାରକା—ପୁତ୍ର । ଏଥିନ ଦେଖାର ନମଶ୍ରି ମିଠୁନେର ନାମ କଟା ରକ୍ଷା କରାତେ ପାରେନ ।

# যে কারণে স্মৃতিকাতর ভূমি পেড়নেকর



କାଜେର ବ୍ୟକ୍ତତାଯା ଘରଟାକେ ଠିକ୍‌ଠାକୁ ଦେଖାଓ ହ୍ୟ ନା । ହ୍ୟତୋ କୋଣେ ପ୍ରିୟ ଜିନିସ ହାରିଯେ ଗେହେ ଆଗେ । ସେଟିଲୀ ଲୁକ୍‌କୁ ଆହେ ସରେର କୋନୋ କୋଣେ । ହଠାଏ କରେଇ ସେଟି ଚୋଥେର ସାମନେ ପଡ଼ିଲେ କେମନ ଲାଗେବେ ? ବଲିଉଡ ଅଭିନୈତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡ଼ନେକର ଯେନ ତେମନେଇ ଏକ ଶୈଶବେର ଗୁଣ୍ଡଧନ ପେଯେ ନିଜେଇ ସ୍ମୃତିକାତର ହଲେନ । ଆବେଗତାଡିତ ହ୍ୟ ଗେଲେନ ଖାନିକଟା । ଏହି ଲକ୍କଡ଼ାଉନେ ନିଜେର ବାସାୟ ଚାସାବାଦ ନିଯେ ରୀତିମତେ ମେତେ ହଲେନ ଭୂମି । ଏଥିନ ସରଦେର ପରିଷକାରେ ମନ ଦିଯେଇଛନ । ଆର ସର ସାଫ୍ କରତେ କରାଇଏ ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନୈତ୍ରୀ ଖୁଁଜେ ପେଲେନ "ଖାଜାନା", ମାନେ ଗୁଣ୍ଡଧନ । ହାରିଯେ ଯାଓୟା ଏହି ଗୁଣ୍ଡଧନର ସନ୍ଧାନ ପେଯେ ବେଜାଯା ଖୁଣି ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନୈତ୍ରୀ । ତିନି ବଲେନ, "ଲକ୍କଡ଼ାଉନେର ଏହି ସମରେ ନିଜେର ବାଡ଼ିକେ ପୁରୋପୁରି ସମଯ ଦିତେ ପାରାଛି । ନିଜେର ହାତେ ବାଡ଼ି ପରିଷକାର କରାଛି । ଆର ତା କରତେ ଗିଯେ ଆମି ଏକଟା ପୁରୋନୋ ଟ୍ରାଙ୍କ ଖୁଁଜେ ପାଇ । ତବେ ସବଚେଯେ ଅବାକ ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍କରେ ଭେତରେ ଜିନିସଗୁଲୋ ଦେଖେ । ଏହି ଟ୍ରାଙ୍କକେ ଆମାର ଝୁଲେର ଏକଟି କ୍ରୂପାପୁରକ ପେଯେଛି । ଆମାର ପ୍ରଥମ ଡିଭିଡ଼ି ଅଭିଶଳେର ଟେପଟାଓ ମେଖାନେ । ଆର ଆମାର ଲେଖା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରନାୟ ମେହି ଟାଙ୍କକେ ଛିଲ । ସତି ବଲାତେ, ଆମି ଏବେ ଜିନିସଗୁଲୋ ଆବାର ଖୁଁଜେ ପାବ, ତା ଭାବିଇନି ।" ଭୂମି ଆର ଓ ବଲେନ, "ଏଥିନ ଏତ ସମଯ ପାଓୟା ଯାଚେ ଯେ ଆପନିନ ଆପନାର ଜୀବନକେ ରିବ୍ୟୁଟ କରତେ ପାରବେନ । ଲକ୍କଡ଼ାଉନେର ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ ଖୁବି ଆତ୍ମତ ଛିଲ । ଆମାର ଘରଟା ରାସ୍ତାର ଦିକେ, ତାଇ ଖୁବ ଶୋରଗୋଲ ଶୋନା ଯେତ । କିନ୍ତୁ ହଠାଏଇ ଏଖାନେ ନୀରବତା ନେମେ ଆସେ । ଦୁ-ତିନ ଦିନ ପର ମାନୁଷେର କୋଳାହଲେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଥିର କିଚିରମିଚିର ଶୁନତେ ପାଇ ।







**করোনা-প্রকোপ  
অব্যাহত!**  
**আমেরিকায় মৃত্যু  
বেড়ে ১৫৬,৬৬৮**  
ওয়াশিংটন, ৫ আগস্ট (ই.স.):  
দৈনিক করোনা-আক্রান্তের  
সংখ্যা লাখিয়ে বাড়তে  
থাকায় ফের উৎপন্ন বাড়তে  
মার্কিন মূলুক। শেষ ২৪ ঘণ্টায়  
(মঙ্গলবার সাপ্তাহ দিনে)  
আমেরিকায় নতুন করে  
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত  
হয়েছেন ৫৩,৮৭ জন। ফলে  
মার্কিন মূলুকে মোট  
আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৭৬৫,  
১৭০-এ পৌছে।  
আমেরিকায় আক্রান্তের  
পশ্চাপি মৃত্যুও লাখিয়ে  
লাখিয়ে বাড়ে। জোস  
হপকিস ইউনিভার্সিটির দেওয়া  
তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন মূলুকে  
করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫৬,  
৬৬৮-এ পৌছে গিয়েছে।  
বিগত ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকায়  
নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১,  
৩০২ জনের।

**বেইচটে জোরালো  
বিস্ফোরণে মৃত্যু  
বেড়ে ৭৮, জ্যোতি ৪**  
**হাজারেরও বেশি**  
মেইরিট, ৫ আগস্ট (ই.স.):  
লেবাননের জাতীয় বেইচটে  
পর পর দু'বার শক্তিশালী  
বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন  
কর্মপক্ষে ৭৮ জন। বিস্ফোরণে  
জ্যোতি ৪ হাজারেরও  
নেশি মানুব। স্থানীয় সময়  
অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেলে  
নেইরটের বন্দর এলাকায়  
জোরালো বিস্ফোরণ হয়।  
বিস্ফোরণে তীব্রতা এতটাই  
ছিল যে ১০ কিলোমিটার দূর  
পর্যন্ত তা কর্মপক্ষে অনন্ত হয়।  
সেবাননের স্থানীয় হাসান  
দিয়ার জনিয়েছেন, এই  
বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন  
কর্মপক্ষে ৭ জন। আহত  
হয়েছেন ৪ হাজারেরও বেশি  
মানুব।

সেবাননের প্রধানমন্ত্রী হাসান  
দিয়ার জনিয়েছেন, মঙ্গলবার  
বিকেলে ২৭৫০ টনের  
অ্যামোনিয়াম নাইট্রিট  
বিস্ফোরিত হয় বন্দর।  
বিস্ফোরণের তীব্রতায় সম্মতিক্রিয়  
হয়ে গিয়েছে বেশ বৃক্ষণ হয়।

তেওঁ গিয়েছে বেশ বৃক্ষণ। এই  
বিস্ফোরণের নিম্নে উৎস কী  
তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

**পাকিস্তানে ৬  
হাজার ছাড়ান  
মৃত্যু, সংক্রমিত  
বেড়ে**  
২,৮১,১৩৬

ইসলামাবাদ, ৫ আগস্ট  
(ই.স.): আক্রান্তের সংখ্যা  
কম্বে, তবে সংক্রমণ ও  
মৃত্যুতে কোনও ভাবেই রাশ  
চান্দা যাচ্ছে না।  
পাকিস্তানে নতুন করে  
কোভিড-১৯ ভাইরাসে  
আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে  
আরও ১৫ জনের। বিগত ২৪  
ঘণ্টায় পাকিস্তানে নতুন করে  
আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫ জন।  
বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে  
করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২  
লক্ষ ৮১ হাজার ১৩৬-এ  
পৌছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব  
প্রদেশে এখনও পর্যন্ত  
সংক্রমিত হয়েছেন ১৩,৫৭১  
জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,২০,১৬  
জন, খাইবার পাখতুনখোয়া  
প্রদেশে ৩৪,৩২৪,  
ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা  
১৫,১২২, লালিচান্তে ১১,  
৭৮০, গিলগিট-বালতুকান্তে ২  
২১৫, আজদার কাশ্মীরে ২,  
১০৫।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড  
এন্ড কন্ট্রুল সেন্টারের পক্ষ  
থেকে জানানো হয়েছে, বিগত  
২৪ ঘণ্টায় পাকিস্তানে নতুন  
করে করোনা-আক্রান্তে  
হয়েছে ১৫ জনের। এখনও  
মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের।  
পাকিস্তানের পাঞ্জাবে  
প্রদেশে এখনও পর্যন্ত  
সংক্রমিত হয়েছেন ১৩,৫৭১  
জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,২০,১৬  
জন, খাইবার পাখতুনখোয়া  
প্রদেশে ৩৪,৩২৪,  
ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা  
১৫,১২২, লালিচান্তে ১১,  
৭৮০, গিলগিট-বালতুকান্তে ২  
২১৫, আজদার কাশ্মীরে ২,  
১০৫।



বুধবার আগরতলায় বিভিন্ন বাজার দেশিটাইজ করা হয়। ছবি- নিজস্ব

## বিদ্যুৎ স্পষ্টে এক ব্যক্তির মৃত্যু

## দিল্লি থেকে জিরানীয়া পৌঁছল

### ‘ব্যপার মালা এক্সপ্রেস’

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫  
আগস্ট। ১। লকডাউন পরিস্থিতির  
মধ্যেও দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশ পরিবহনে ক্ষেত্রে ভারতীয় মেলের  
ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিদ্যুতের সংশ্লিষ্ট  
এস এক জনের মার্মাণিক মৃত্যু  
হয়েছে। অপর একজন ওরতর  
আহত হয়ে বর্তমান হাসপাতালে  
চিকিৎসাধীন। বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে  
মৃত্যুর নাম সুপ্রিম এবং নাম্বাদে  
জনিয়েছেন। কারণ, পূর্ব উভয়ের  
তার স্থানে পৌঁছে এই বন্দের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।